

বিরোধী দলের রাজনৈতিক কর্মসূচী পালনে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর বাধা: হিউম্যান রাইটস ফোরাম বাংলাদেশ (এইচআরএফবি)-এর তীব্র নিন্দা ও গভীর উদ্বেগ

জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) এর শান্তিপূর্ণ অবস্থান কর্মসূচী চলাকালে সাদা পোশাক পরিহিত পুলিশের অতর্কিত আক্রমণ এবং ব্যাপক ধ্বংসাত্মকতার পর টেনেহিঁচড়ে ছাত্রদলের ঢাকা মহানগর উত্তরের সভাপতি এসএম মিজানুর রহমানকে তুলে নেয়ার জন্য পুলিশের বেপরোয়া আচরণে হিউম্যান রাইটস ফোরাম বাংলাদেশ (এইচআরএফবি) গভীর উদ্বেগ ও তীব্র নিন্দা জানাচ্ছে। আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর এই আচরণ সংবিধান পরিপন্থী দায়িত্ব পালনরত পুলিশের মনে রাখতে হবে যে বাংলাদেশের সংবিধানের ৩৭ ও ৩৯ অনুচ্ছেদে সমাবেশের অধিকার এবং চিন্তা ও মত প্রকাশের অধিকারকে মৌলিক অধিকার হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে। আর এ অধিকার সুরক্ষা করার দায়িত্ব পুলিশ বাহিনীর, লংঘন করা নয়।

গণমাধ্যমসূত্রে জানা যায়, গত ৮ মার্চ ঢাকায় জাতীয় প্রেসক্লাব এলাকায় বিএনপি নেত্রী বেগম খালেদা জিয়ার কারাবাসের একমাস পূর্তি উপলক্ষে তার মুক্তির দাবিতে বেলা ১১ টা থেকে বিএনপির নেতাকর্মীরা অবস্থান কর্মসূচী পালন করছিলো। কর্মসূচীর একেবারে শেষ পর্যায়ে সাদা পোশাকধারী পুলিশ সদস্যরা অতর্কিতে ছাত্রদলের ঢাকা মহানগর উত্তরের সভাপতি এসএম মিজানুর রহমানকে গ্রেফতারের প্রচেষ্টা চালায়। এ প্রক্রিয়ায় বিএনপির নেতাকর্মীদের সাথে পুলিশের ধ্বংসাত্মক হয়। এক পর্যায়ে টেনেহিঁচড়ে মিজানুর রহমানকে তুলে নিয়ে যায় পুলিশ। আমরা সাম্প্রতিক সময়ে বিএনপির বিভিন্ন শান্তিপূর্ণ কর্মসূচীতে পুলিশকে চড়াও হতে দেখছি। এর পূর্বে গত ২৪ ফেব্রুয়ারি ২০১৮ সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও বিএনপি চেয়ারপার্সন বেগম খালেদা জিয়ার মুক্তির দাবিতে কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের সামনে পূর্বঘোষিত কালো পতাকা প্রদর্শনের কর্মসূচী পালনে জড়ো হওয়া নেতা-কর্মীদের লাঠিপেটা করা হয়, জল কামান থেকে পানি ছুড়ে ছত্রভঙ্গ করে দেয়া হয় এবং দলটির প্রায় অর্ধশত নেতাকর্মীকে গ্রেফতার করা হয়। জনসমাবেশ, প্রতিবাদ সভা, মিছিল করা রাজনৈতিক দলের গণতান্ত্রিক অধিকার।

বাংলাদেশের সংবিধানের ৩৭ ও ৩৯ অনুচ্ছেদে সমাবেশের অধিকার এবং চিন্তা ও মত প্রকাশের অধিকারকে মৌলিক অধিকার হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে। আর এ অধিকার চর্চা যাতে শান্তিপূর্ণ ও নিরাপদ হয় তা নিশ্চিত করার দায়িত্ব রাষ্ট্রের আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর। নাগরিকের অধিকার চর্চায় আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর এরূপ আক্রমণাত্মক ভূমিকা অনাকাঙ্ক্ষিত এবং অগ্রহণযোগ্য। আমরা পূর্ববর্তী সরকারগুলোর আমলেও এ ধরনের ঘটনা ঘটতে দেখেছি এবং এখনও দেখছি। আমরা মনে করছি এ ধরনের ঘটনা রাজনীতিকে কলুষিত করে এবং জনগণের নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার চর্চার পথ রুদ্ধ করে দেয়। যা প্রকৃতপক্ষে সহিংসতা আর চরমপন্থাকে উসকে দেয়। আমরা আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর কাছ থেকে আরো দ্বয়িত্বশীল ও সহনশীল ভূমিকা পালনের দাবী জানাচ্ছি এবং শান্তিপূর্ণভাবে সভা-সমাবেশ করার অধিকারের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকার জন্য আহ্বান জানাচ্ছি।

Secretariat:

Ain o Salish Kendra (ASK), 7/17, Block-B, Lalmatia, Dhaka-1207

Phone: 8126047, 8126134, 8126137, Fax: 8126045

Email: ask@citechco.net web: www.askbd.org

Forum Members:

Ain o Salish Kendra (ASK), Acid Survivors Foundation (ASF), Bandhu Social Welfare Society (BSWS), Bangladesh Adivasi Forum, Bangladesh Dalit and Excluded Rights Movements (BDERM), Bangladesh Institute of Labor Studies (BILS), Bangladesh Legal Aid & Services Trust (BLAST), Bangladesh Mahila Parishad (BMP), Boys of Bangladesh (BOB), FAIR, Karmojibi Nari (KN), Kapaeeng Foundation, Manusher Jonno Foundation (MJF), National Alliance of Disabled Peoples' Organizations (NADPO), Nagorik Uddyog, Naripokkho, Nijera Kori, Steps Towards Development (Steps), Transparency International Bangladesh (TIB)

Individual Experts: Dr. Hameeda Hossain, Advocate Sultana Kamal, Raja Devasish Roy